2.3 প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্ব [Plato's Theory of Knowledge]

'জ্ঞান কী?' এবং 'জ্ঞান কী নয়?' এই দুটি পরস্পর সংযুক্ত প্রশ্নকে সামনে রেখে প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। 'জ্ঞান কী'? তা নির্ণয় করতে হলে ঠিক করতে হবে 'জ্ঞান কী নয়;' তেমনি 'জ্ঞান কী নয়?' এই প্রশ্নের মীমাংসায় বড়ো হয়ে দেখা দেয় 'জ্ঞান কী' তা নির্ধারণ করার বিষয়টি। আমরা এগোব দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে সামনে রেখে। এখানে তিনটি বক্তব্য খণ্ডন করা হয়েছে—(a) প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান, (b) সত্য অবধারণ হল জ্ঞান এবং (c) বিবরণযুক্ত সত্য অবধারণ হল জ্ঞান।

(a) প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান—এই সমীকরণ গঠন ও খণ্ডন ঃ 'আমার মনে হয় যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে জানে সে বিষয়টিকে জানে যেটিকে প্রত্যক্ষ করছে, এবং এখনও পর্যন্ত আমি মনে করছি যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ ছাড়া কিছুই নয়।'—প্লেটোর লেখা 'থিয়েটেটাস' নামক কথোপকথন (Dialogue) গ্রন্থের অন্যতম প্রধান চরিত্র **থিয়েটেটাসের** এই বক্তব্য দিয়েই মূল আলোচনার শুরু। এখানে বাহ্য বস্তু বা ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথাই বলা হয়েছে। 'প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান' এই বক্তব্য খণ্ডন প্রসঙ্গে প্লেটো দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে[1] একে যুক্ত করেছেন অন্য দুটি প্রচলিত বক্তব্যের সঙ্গে—(a) 'মানুষ হল সব কিছুর পরিমাপক[2]' এবং (b) 'সব কিছুই নিয়ত পরিবর্তনের মধ্যে আছে।" ব্যাখ্যাকার কর্নফোর্ড[3] মনে করেন যে, প্লেটো এমনভাবে প্রত্যক্ষের বৈশিষ্ট্যকে উপস্থিত করেছেন যা (a) প্রোটাগোরাস[4] এবং (b) হেরাক্লাইটাসের তত্ত্বের উপাদান বহন করেন।

প্রত্যক্ষ যদি জ্ঞান হয় তবে তা অভ্রান্ত (infallible) হবে এবং তার বিষয়টি বাস্তবিক সত্য বা অস্তিত্ববান (real) হবে। প্রত্যক্ষ কি ওই দুটি মাপকাটিতে উত্তীর্ণ হতে পারবে? এটাই সক্রেটিসের প্রশ্ন।

(i) 'প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান'—এই দাবির সঙ্গে মিল রয়েছে প্রোটাগোরাসের সুবিখ্যাত উক্তিটির—'মানুষ হল সকল বস্তুর পরিমাপক—সমভাবে সেই বস্তুর যা উপস্থিত রয়েছে এবং তাই অ-বস্তুর যা উপস্থিত নেই।' ইন্দ্রিয়ে প্রদত্ত বস্তুটি আমার কাছে তেমনই, যেমন করে তা প্রতিভাত হচ্ছে। আমরা বলি একই বাতাস বইছে, কিন্তু কারও কাছে তা আর্দ্র, আর কারও কাছে তা নয়; কেউ অল্প শীত অনুভব করলেও, অন্যের কাছে তা খুবই শীতল! তাহলে বাতাস কি নিজে থেকে শীতল, না শীতল নয়? নাকি প্রোটাগোরাসের মতোই বলতে হবে যে, যার কাছে যেমনভাবে বাতাসের স্পর্শ প্রতিভাত হচ্ছে তার কাছে বাতাসের সেই ভাবটাই সত্য। আসলে 'প্রত্যক্ষ করা' আর 'প্রতিভাত হওয়া' একই ব্যাপার। একজন ব্যক্তি যা প্রত্যক্ষ করছে, অর্থাৎ তাঁর কাছে যা প্রতিভাত হচ্ছে, তা তার কাছে সত্য।

(ii) প্রোটাগোরাসের সাপেক্ষ তত্ত্ব দাবি করে যে প্রতিটি বস্তুই (প্রত্যক্ষের বিষয় হিসেবে) দ্রষ্টার সঙ্গে সাপেক্ষভাবে অবস্থান করে। কারও কাছে তা 'ক' হিসেবে, অন্য কারও কাছে 'ন-ক', এক সময়ে যা 'ক', অন্য সময় তা ন-ক। সক্রেটিস কিছুটা রহস্য করে বলেছেন যে, হয়তো বা প্রোটাগোরাসের কোনো গোপন

---

1. এমন দুজনের মধ্যে কথোপকথন যারা একে অন্যের যুক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে এগোয় না, বরং সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য মিলিত প্রয়াস করে। একজন বক্তা একটি প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা বাক্য উপস্থিত করে যা আলোচনার মধ্য দিয়ে সংশোধিত ও উন্নত হয়। এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না বক্তব্যটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়। সমালোচনার মধ্য দিয়ে মূল বক্তব্যটি সম্পূর্ণ বাতিল হতে পারে, অথবা পৃথক একটি প্রস্তাব আসতে পারে, যা সত্যের কাছাকাছি আছে।

2. এই উক্তি সোফিস্ট প্রোটোগোরাসের। সোফিস্টরা অর্থের বিনিময়ে বাগ্মিতার শিক্ষা দিতেন এবং দেখতেন কীভাবে দুর্বল যুক্তির সাহায্যে সবল যুক্তিকে পরাস্ত করা যায়। প্রোটাগোরাসের ওই উক্তির মানুষ হল ব্যক্তি। আমার বিচার আমার কাছে সত্য, তেমনি অন্যদের কাছে তাদের বিচার সত্য। ফলে আমরা কারও কাছে শিখতে বা কাউকে শেখানে পারিনা।

3. Plato's theory of Knowledge, P-3, Cornford.

4. এই উক্তি হেরাক্লাইটাসের যিনি চূড়ান্ত স্থায়িত্ব এবং স্বল্প স্থায়িত্ব উভয়কেই বাতিল করেছিলেন।

তত্ত্ব আছে যার সাহায্যে বাতাসের শীতল হওয়া বা না-হওয়ার মতো আপাতবিরোধী ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করা যাবে।

আসলে স্বরূপত কোনো বস্তু এক চরিত্রের অধিকারী নয়—সকল বস্তু সদা পরিবর্তনের মধ্যে স্থিত। হেরাক্লাইটাস তাই বলেছিলেন—সব কিছু পরিবর্তনশীল; আমরা একই নদীতে দু-বার স্নান করতে পারি না। যাকে আমরা বস্তু বলি তা আসলে পরিবর্তনের সমাহার। তাই 'প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান', এই তত্ত্ব যুক্ত হয়ে যায় প্রোটাগোরাসের সাপেক্ষতার তত্ত্ব এবং হেরাক্লাইটাসের পরিবর্তনশীলতার তত্ত্বের সঙ্গে।

● **প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান—প্লেটো এই তত্ত্ব বর্জন করেন ঃ** প্রত্যক্ষ তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্লেটোর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের কথা বলা যায়—

প্রথমত, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে পাওয়া বিষয়গুলি পরস্পর বিরোধী রূপে প্রতিভাত হয়। কাছে থেকে যে বস্তু বড়ো দেখায়, দূর থেকে তা ছোটো। বাতাস কারও কাছে উষ্ণ, কারও কাছে শীতল। পরস্পর বিরোধী এই গুণগুলি কি একই বস্তুতে আরোপিত হবে? যদি প্রত্যক্ষ এবং জ্ঞান সমার্থক হয়, তাহলে একটি প্রত্যক্ষ রূপকে তার বিপরীত রূপটি থেকে বেশি মর্যাদা দেওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে এক অসম্ভব সিদ্ধান্ত এসে পড়বে—সকল প্রত্যক্ষ রূপই সত্য।

দ্বিতীয়ত, বলা হয়েছে কোনো ব্যক্তির কাছে যা সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে তা তার কাছে সত্য। কিন্তু বহুক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির কাছে এক সময়ে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যা সত্য বলে প্রতিভাত হয় তা বাস্তবে অনেক সময় মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।

তৃতীয়ত, এই তত্ত্ব মানলে প্রমাণ-গঠন, শিক্ষাদান, আলোচনা ইত্যাদি অর্থহীন হয়ে পড়বে। প্রত্যেকেই যদি সব কিছুর পরিমাপক হয়, তাহলে যার যার নিজের বক্তব্য, নিজের কাছে সত্য। সেক্ষেত্রে বিবাদ-বিতর্ক বোঝানোর চেষ্টা ইত্যাদি সবই অর্থহীন হবে।

চতুর্থত, যখন কোনো অপরিচিত বিদেশি ভাষা শুনি (প্রত্যক্ষ করি), তখন কেবল কিছু অর্থহীন শব্দ (আওয়াজ) কানে আসে, ওই ভাষার জ্ঞান হয় না। আসলে জানার জন্য কেবল শব্দ বা সংকেত গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়, ওই শব্দগুলির অর্থ অনুধাবনও করতে হয়।

পঞ্চমত, 'প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান' এই সমার্থতা যদি মানা হয়, তাহলে স্মৃতিকে জ্ঞান বলা যাবে না। কারণ স্মৃতির বিষয়টি বর্তমান প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। ফলে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়—একটি বিষয়কে একই সঙ্গে জানি (স্মৃতি), কিন্তু জানি না (প্রত্যক্ষের বিষয় নয়)।

ষষ্ঠত, জ্ঞান বলতে যদি প্রত্যক্ষণ অথবা সংবেদনকে বোঝায়, তাহলে অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে তুলনায় মানুষের কোনো বাড়তি সুযোগ থাকে না। কারণ, বেবুন, শূকর ইত্যাদিও সংবেদন ক্ষমতার অধিকারী বলে তারাও সকল কিছুর পরিমাপক বলে বিবেচিত হবে।

সপ্তমত, প্রত্যক্ষ ও জ্ঞান সমার্থক হলে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য মুছে যাবে এবং জ্ঞানের বাস্তবতা (objectivity) ধ্বংস হবে। লৌকিক জীবনে আমরা এই পার্থক্য স্বীকার করি বলেই কোনো কোনো ব্যক্তিকে অন্যদের তুলনায় বেশি জ্ঞানী বলা হয়।

অষ্টমত, হেরাক্লাইটাসের পরিবর্তন তত্ত্ব মানলে প্রত্যক্ষকে জ্ঞান বলা যাবে না। 'এই কাগজটা সাদা'—এমন বলা যাবে না। কারণ যখন কথা বলতে শুরু করেছিলাম তখন যদি কাগজটি সাদা থাকে তবে কথা শেষ করার আগেই সেটির সাদা হওয়া শেষ হবে। এভাবে দেখা পরিবর্তিত হবে না-দেখায়। রাসেলের ভাষায়, "And when we say 'perception is knowledge', we must just as well say 'perception is not knowledge"[1]। মনে হয়, প্লেটো যা বলতে চান তা হল, আর-সব কিছু প্রত্যক্ষ-প্রবাহের মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু বাক্যগঠনকারী শব্দগুলির অর্থ যদি স্থির না থাকে, তাহলে কোনো নির্দিষ্ট ঘোষণা করা যায় না। সেক্ষেত্রে কোনো বক্তব্যই সত্য বা মিথ্যা হয় না।

নবমত, প্রত্যক্ষ যদি জ্ঞান হয় তাহলে আমরা স্বপ্নে যা প্রত্যক্ষ করি তাকেও কি জ্ঞান বলা হবে? মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির প্রত্যক্ষকেও কি জ্ঞান বলতে হবে? এমন প্রশ্ন ওঠে।

1. A History of Western Philosophy P-165, B. Russell, Unwin Paperbacks 1979.

দশমত, 'থিয়েটেটাস' গ্রন্থে প্লেটো 'প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান' এই সমীকরণের বিরুদ্ধে দুটি চূড়ান্ত আক্রমণ উপস্থিত করেছেন—(i) প্রত্যক্ষে যা পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়। কারণ জ্ঞানের মধ্যে এমন কোনো কোনো উপাদান থাকে যা ইন্দ্রিয়-সংবেদন থেকে সংগৃহীত নয়। এগুলি পাওয়া যায় বৌদ্ধিক পর্যালোচনা থেকে। অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের (existence and non-existence) কথাই ধরা যাক। যে ব্যক্তি মরীচিকা দেখছে তার প্রত্যক্ষ ওই বিষয়টির অস্তিত্ব বিষয়ে তাকে অবহিত করে না, বরং বৌদ্ধিক পরিচালনাই তাকে এ ব্যাপারে জানান দেয়।

(ii) প্রত্যক্ষের পরিসরের মধ্যে সীমিত থাকলে জ্ঞান হয় না। সত্য এবং অস্তিত্ব প্রত্যক্ষে ধরা পড়ে না। সাধারণ আলোচনায় 'অস্তিত্ব' ও 'সত্য' কথা দুটি যথাক্রমে ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত বাস্তবিক বিষয় এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে বোঝায়। কিন্তু প্লেটো ওই শব্দগুলির সাহায্যে যথার্থ সত্যকে বুঝতে চেয়েছেন যা তাঁর দর্শনে আকার বা ভাব (Form or Idea) হিসেবে স্থান পেয়েছে। বাক্যগঠন করে কোনো কিছুর পরিচয় দিতে হলে শ্রেণিকরণ (classification) ও শনাক্তকরণের (identification) কাজ দুটি এসে পড়ে। এখানে ইন্দ্রিয়ের সীমার বাইরে যেতে হয়। কাজেই 'প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান' এই দাবি গ্রহণ করা যায় না।

(b) সত্য অবধারণ হল জ্ঞান (True judgement is knowledge) ঃ 'প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান'—এই বক্তব্য বিচার করে দেখা যায় যে, সংবেদন অথবা প্রত্যক্ষণের স্তরকে অতিক্রম করে জ্ঞানের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে হবে। এই স্তর হল চিন্তা করা বা বিচার করা, যা মনের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। জ্ঞানের মধ্যে এমন উপাদান থাকে যা সংবেদন থেকে পাওয়া যায়নি। এটি হল অবধারণ গঠন করার কাজ। অবধারণ সত্য বা মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানকে অবশ্যই সত্য হতে হবে। কাজেই কেউ বলতে পারেন, থিয়েটেটাস যেমন বলেছিলেন, সত্য জ্ঞান হল সত্য অবধারণ।

প্রশ্ন উঠবে, মিথ্যা অবধারণ কীভাবে গড়ে ওঠে? এই প্রশ্নের উত্তর থেকে জ্ঞানকে চিহ্নিত করা যাবে এমন হতে পারে। ব্যাপারটা কি এমন যে, দুটি ভিন্ন ধরনের বিষয়কে মিশিয়ে ফেলার কারণে ভ্রান্ত অবধারণের জন্ম হয়? ভুল অবধারণ গঠন করে অনেক সময় বলি, 'দূরে আমার বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে।' দূরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু সে আমার বন্ধু নয়। বন্ধুর যে স্মৃতি-প্রতিরূপ আমার মনে উপস্থিত আছে তা উদ্দীপিত হয়েছে ওই লোকটির প্রত্যক্ষ রূপের সাহায্যে। প্রশ্ন ওঠে, কীভাবে আমরা বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করব?

এই প্রসঙ্গে থিয়েটেটাস গ্রন্থে পক্ষীশালা তত্ত্ব (Aviary theory)[1] এসেছে। কিন্তু উপমাটিকে অনেকে সুপ্রযুক্ত বলে মনে করেননি। আসলে যতক্ষণ না জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারিত হচ্ছে ততক্ষণ মিথ্যা অবধারণ গঠনের সমস্যা থেকেই যাবে।

একজন ব্যক্তি যখন একটি অবধারণ গঠন করছে, তখন তার অজ্ঞাতসারে অর্থাৎ প্রমাণ উপস্থিত না থাকলেও সেটি সত্য হতে পারে। একটি অবধারণের অনুরূপ একটি ব্যাপার বা বস্তুস্থিতি থাকলে সেটি সত্য হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই অবধারণ গঠন করছে তার মনে ওই বিষয়ে প্রতীতি না থাকলেও তার জ্ঞান হয়েছে এ কথা বলা যাবে না। কোনো ব্যক্তির হাতের তাস না দেখে, বা কোনো বৈধ যুক্তির সাহায্য না নিয়ে যদি বলি রুইতনের টেক্কা আছে এবং যদি তা মিলে যায় তথাপি সেটিকে জ্ঞান বলা যাবে না। এটি নিছক আন্দাজ মাত্র, যা বিশ্বাসের পদবাচ্য হতে পারে।

আমি যা অন্যের কাছে শুনেছি এবং স্মৃতিতে ধরে রেখেছি, তা সত্য বিশ্বাসের অতিরিক্ত কিছু নয়। যখন স্মৃতির বিষয়কে সামনে আনি তখন এটির প্রতি আমার মনোভাবকে মিথ্যা বিশ্বাসের মনোভাব থেকে পৃথক

1. প্লেটো এই সম্ভাবনাটি বিচার করতে চেয়েছেন যে, জানা (knowing) এবং না-জানা (not-knowing) একই বিষয় কি না। কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে আমার জ্ঞান থাকতে পারে, সেটি একটি প্রবণতামূলক জ্ঞান (dispositional knowledge)। তবে, জ্ঞানটি মুহূর্তে সক্রিয়ভাবে মনের সামনে উপস্থিত নাও থাকতে পারে। পূর্বে থেকেই আমাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ের, এমনকি সংখ্যা বিষয়ে জ্ঞান আছে যেগুলিকে তুলনা করা যায় পাখির খাঁচার (aviary) মধ্যেকার উড়ন্ত পাখিদের সঙ্গে। এদের একটিকে হাতে পাওয়ার জন্য আমরা খাঁচার মধ্যে ঢুকি, যদিও ভুল করে একটি ভিন্ন পাখি ধরতে পারি। একইভাবে মনের মধ্যে উপস্থিত নানা জ্ঞানের মধ্য থেকে এমন একটি সংগ্রহ করতে পারি যেটি চাইনি। এখানেই মিথ্যা বিশ্বাস তৈরি হয়।

করা যায় না। নিছক বিশ্বাস বিষয়ে আমার যে আস্থার বোধ তা যুক্তি দ্বারা সমর্থিত নয়, এবং এভাবে জ্ঞান সংগ্রহ করা যায় না।

একটি অবধারণ সত্য হতে পারে যদিও সত্য হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানের পদবাচ্য নাও হতে পারে। 'সত্য হওয়াটা' জ্ঞানের পক্ষে আবশ্যিক শর্ত হলেও পর্যাপ্ত শর্ত নয়। বিষয়টি সত্য, আমি সেটি বিশ্বাস করি কেবল এটুকু হলে, আমার কাছে সত্যতা বিষয়ে প্রমাণ বা যুক্তি উপস্থিত না থাকায়, জ্ঞান হয়েছে বলা যাবে না। Stace লিখেছেন, "আমরা প্রায়শই স্বজ্ঞার সাহায্যে অথবা সহজাতভাবে কোনো কিছু সত্য বলে মনে করি, যদিও আমাদের বিশ্বাসের পক্ষে নির্দিষ্ট যুক্তি উপস্থিত করতে পারি না।"[1] একজন ব্যক্তি নিজের অভিজ্ঞতায় জানে যে, X-স্থান থেকে Y-স্থানে যেতে হলে কোন্ পথ ধরতে হবে, বিষয়টি অপরের কাছে শুনেছে। প্রথম জনের জ্ঞান আছে, দ্বিতীয় জন নিছকই সত্য অবধারণ সংগ্রহ করেছে। দুটিই ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করবে বটে, কিন্তু জ্ঞান ছাড়া বিশ্বাস হল অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে সঠিক স্থানে উপনীত হওয়ার মতো ব্যাপার।

সুতরাং, সত্য অবধারণ জ্ঞান নয়।

(c) ব্যাখ্যা বা বিবরণযুক্ত সত্য অবধারণ হল জ্ঞান—এই মত খণ্ডন (Knowledge is ture judgement plus an 'Account'—rejection of this view) ঃ এটি থিয়েটেটাসের তৃতীয় বিকল্প প্রস্তাব। সত্য বিশ্বাস যদি একটি বিবরণ বা ব্যাখ্যার[2] (explanation) সাহায্য পায় তবে তা জ্ঞান বলে বিবেচিত হবে।

বিবরণ বা ব্যাখ্যা দেওয়ার অর্থ কী? যদি এর অর্থ হয় কোনো বস্তু বা বস্তুস্থিতির (fact) সকল অংশের উল্লেখ করা, তাহলে প্রশ্ন উঠবে, ওই অংশগুলি কি জ্ঞাত বা জ্ঞেয়? যদি অংশগুলি জ্ঞাত বা জ্ঞেয় না হয়, তাহলে বস্তু বা বস্তুস্থিতিকে জানতে হলে সেটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো সত্যবিশ্বাসকে সংযুক্ত করতে হবে কতকগুলি অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বস্তু সম্পর্কিত বিশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু এটি অসম্ভব দাবি। যা অজ্ঞাত তার সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন হয় না।

আবার প্রশ্ন তোলা যাক, 'বিবরণ দেওয়া' বলতে কী বোঝায়? এখানে একাধিক উত্তর এসে পড়ে—

প্রথমত, প্রশ্ন হল, 'জ্ঞান' বলতে কি কেবলমাত্র একটি সঠিক অবধারণকে বোঝায় যা সত্য বিশ্বাসকে ভাষায় প্রকাশ করে? এটি যদি জ্ঞানের অর্থ হয় তাহলে সত্য বিশ্বাসের সঙ্গে জ্ঞানের কোনো পার্থক্য থাকে না। কিন্তু না-জেনে একটি সত্য অবধারণ গঠন করা এবং জেনে তা করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে।

দ্বিতীয়ত, যদি বিবরণ দেওয়ার অর্থ হয় প্রাথমিক অংশসমূহকে বিশ্লেষণ করা (যে অংশগুলিকে জানা যায়), তাহলে এই জাতীয় বিবরণ সত্য বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হলে তা কি জ্ঞানে পরিণত হবে? প্লেটোর উত্তর নেতিবাচক। কারণ তিনি বলতে পারেন যে, একটি শব্দ কোন্ কোন্ বর্ণ দিয়ে গঠিত হয়েছে সেই বিষয়ে বৈয়াকরণিকের জ্ঞান নিশ্চয়ই উপস্থিত নেই। বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সরলতম অংশ পাওয়া যাবে, সেটির আর কোনো ব্যাখ্যা হবে না। এজন্য গণিতশাস্ত্রে যেসব প্রাথমিক পদ ব্যবহার করে লক্ষণ নির্ণয় করা হয়, সেগুলিকে আর সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না (Indefinable)।

তৃতীয়ত, প্রশ্ন ওঠে, বিবরণ দেওয়ার অর্থ কি লক্ষণ নির্ণয় করা, যার সাহায্যে একটি বস্তুকে অন্যান্য বস্তুসমূহ থেকে পৃথক করা যাবে? তা যদি হয় তাহলে একটি বস্তুকে জানার অর্থ হবে বস্তুটির কোনো অবচ্ছেদক বা পৃথকীকরণযোগ্য বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা। কিন্তু এই বক্তব্যের অসুবিধা আছে। কারণ ওই অবচ্ছেদক সম্পর্কিত বিশ্বাসটি যদি পূর্বে থেকেই ওই বস্তু সম্পর্কিত বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত না থাকে তাহলে সেটিকে যথার্থ বিশ্বাস বলা যাবে না। অন্যদিকে যদি তা অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে বস্তুটির ধারণার সঙ্গে অবচ্ছেদক যুক্ত করেও কোনো সুরাহা হবে না।

1. "We often feel intuitively, or instinctively, that something is true, though we cannot give any definite grounds for our belief." – A Critical History of Greek Philosophy, P-181, W.Stace, MACMILLAN, 1967.

2. কনফোর্ড লক্ষ করেছেন যে, ইংরেজি শব্দ 'explanation' গ্রিক 'logos'-এর একমাত্র সমতুল্য শব্দ নয়। গ্রিক শব্দটির ব্যাপ্তি অনেক বেশি—(a) বিবৃতি, উক্তি; (b) প্রকাশ, সংজ্ঞা, বর্ণনা, সূত্র; (c) কাহিনি অথবা গণনা; (d) ব্যাখ্যা, বিবরণ, ভিত্তি। কিন্তু প্লেটোর কাছে এই বিকল্পগুলি গ্রহণযোগ্য হয়নি। Theaetetus, P-142, Cornford.

মনে করা যাক, থিয়েটেটাস সম্পর্কে আমার সঠিক ধারণা আছে। এখন যদি ওই ধারণাটির মধ্যে কেবল সেই সকল বিষয় আছে যা থিয়েটেটাসের মতোই অন্য অনেকের মধ্যে আছে। তাহলে সেটি কোনো পৃথক বা অনন্য ধারণা নয়। সেক্ষেত্রে ওই ধারণাটির মধ্যে পূর্বেই থাকবে থিয়েটেটাসের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি। তাহলে তো আর নতুন করে বিবরণ যোগ করার প্রয়োজন হবে না।

ওই আলোচনা থেকে প্লেটো এমন সিদ্ধান্ত করবেন না যে বিভেদক (differentia) এবং জাতির (genus) সাহায্যে লক্ষণ নির্ণয় করে জ্ঞান অর্জন করা যায় না। প্লেটোর সিধান্ত হল যে, ইন্দ্রিয়লব্ধ, মূর্ত বিষয়গুলির লক্ষণ দেওয়া যায় না, এগুলি কোনো যথার্থ জ্ঞানের বিষয় নয়। কোনো বস্তু বা ব্যক্তির বিবরণ নানাভাবে উপস্থিত হতে পারে,—(i) একটি নাম করা যায়; (ii) এটি যে সকল অংশ দিয়ে গঠিত সেগুলির গণনা করা যায়; (iii) একটি বর্ণনার সাহায্যে এমনভাবে সেটিকে উপস্থিত করা যায় যাতে অন্যান্য বস্তু থেকে তার পার্থক্য বোঝা যায়। তবে এমন দাবি করা ভুল যে ওই ধরনের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে স্পষ্টতর অথবা বিশ্বাসের চেয়ে বেশি নিশ্চিত ধরনের জ্ঞান গড়ে উঠবে।[1]

2.4 জ্ঞান কী? [What is Knowledge?]

'থিয়েটেটাস' নামক গ্রন্থে 'জ্ঞান কী নয়?' প্রশ্নটির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন প্লেটো। অপর দুটি কথোপকথন 'মেনো' এবং 'রিপাবলিক'-এ 'জ্ঞান কী'? প্রশ্নের উত্তর করেছেন নানা দিক থেকে এবং একাধিক উপমার (allegory) সাহায্য নিয়ে। তাঁর বক্তব্যের সারসংক্ষেপটি উল্লেখ করা যেতে পারে,—

(a) যথার্থ জ্ঞান হবে অভ্রান্ত এবং সত্য, অর্থাৎ তার বাস্তবতা (reality) থাকবে। এর বিষয় হবে সামান্য বা আকার, যা অতীন্দ্রিয়।

(b) যথার্থ জ্ঞানে উপনীত হওয়া সম্ভব।

(c) যথার্থ জ্ঞান সাপেক্ষ হবে না, কারণ যা সাপেক্ষ তা অভ্রান্ত নয়। **প্রোটাগোরাসের** এই বক্তব্য প্লেটো গ্রহণ করেছিলেন যে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাওয়া বিষয়গুলি দ্রষ্টার সঙ্গে সাপেক্ষভাবে অবস্থান করে বলে সার্বিকতার সন্ধান পাওয়া যায় না।

(d) যথার্থ জ্ঞান পরিবর্তনশীল বিশেষ বস্তু সম্পর্কে হবে না। প্লেটো হেরাক্লাইটাসের সঙ্গে একমত যে, ইন্দ্রিয় সংবেদনের বিষয়গুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল।

(e) যথার্থ জ্ঞান গড়ে উঠবে বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংজ্ঞার (definition) সাহায্যে। সক্রেতিসের কাছে তিনি এই শিক্ষা পেয়েছিলেন।

(f) যথার্থ জ্ঞান প্রত্যয় (concept) বা সামান্যের (universal) সঙ্গে সম্পর্কিত হবে, যাকে 'Idea' (ভাব) বলা হয়েছে। এর বিপরীতে প্রত্যক্ষ, বিশ্বাস ও মতামতের বিষয়বস্তু হল প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবি (image)। রিপাবলিক গ্রন্থে প্লেটো বলেছিলেন যে, যখনই অনেক ব্যক্তির একটি সাধারণ নাম থাকবে, তখনই থাকবে অনুরূপ একটি আকার (Form), যেমন অসংখ্য সুন্দর বস্তুর রয়েছে সৌন্দর্যের আকার বা ভাব।

(g) জ্ঞানের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক ক্রিয়ার সহায়তায় যতই কম সামান্য থেকে বেশি সামান্যের দিকে এগিয়ে চলি, ততই অগ্রসর হই কম জ্ঞান থেকে বেশি জ্ঞানের দিকে।

(h) মানুষের মন যখন অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়, তখন প্রথমে মতামতের স্তরকে (Doxa) অতিক্রম করে, পরে স্তরে স্তরে জ্ঞানের (episteme) সর্বোচ্চ স্তরের দিকে অগ্রসর হয়। এই পথেই আসে গণিত এবং দ্বান্দ্বিকতা।

(i) 'মেনো' গ্রন্থে প্লেটো মনে করেছিলেন যে, জ্ঞান এবং বিশ্বাস বা মতামতের পার্থক্যটি মনস্তাত্ত্বিক, বিষয়গত নয়। একজন ব্যক্তি লারিসা নামক স্থানে ভ্রমণ করে পথটি চিনেছে। অপর একজন ভ্রমণ না করে

1. "Socrates : Yes ; and when we are inquiring after the nature of knowledge, nothing could be sillier than to say that it is correct belief together with a knowledge of differentness or of anything whatever." —Plato's theory of knowledge, P-161, Cornford.

অপরের কাছে শুনে সঠিক মতামত দিচ্ছে। প্রথমটি জ্ঞান ও দ্বিতীয়টি বিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য হলেও বিষয়গত দিক থেকে ভিন্নতা নেই। দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে তুলনায় প্রথম ব্যক্তির জ্ঞান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তা বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

(i) 'রিপাবলিক' গ্রন্থে[1] প্লেটো বিশ্বাস বা মতামত (doxa) এবং জ্ঞানের (episteme) পার্থক্যকে মানসিক অবস্থা ও বিষয়, উভয়দিকে উপস্থিত করেছেন। বিশ্বাস সীমিত থাকে ইন্দ্রিয় জগতে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় শাশ্বত আকার হল জ্ঞানের বিষয়।

বিশ্বাসের সঙ্গে জ্ঞানের পার্থক্য এবং জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের পরিচয় দেওয়ার জন্য প্লেটো **বিভক্ত রেখার** (divided line) উপমা ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়াও আছে গুহা[2] (Cave) এবং সূর্যের[3] (Sun) উপমা।

সক্রেটিস বলেছেন গ্লাউকনকে—একটি অসমভাবে দ্বিখণ্ডিত রেখা নাও এবং দুটি অংশকে এক অনুপাতে

1. Plato's 'Republic' chap. VII, A.D. Lindsay.

2. গুহার উপমা অনুযায়ী, শৈশবকাল থেকে শৃঙ্খলে বাঁধা একদল বন্দি গুহার ভিতরের দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে আছে। বন্দিরা গুহার প্রবেশপথের দিকটা তথা আলোক বা সূর্য দেখে না। গুহার প্রবেশপথ এবং বন্দিদের মাঝে রয়েছে এক জলন্ত অগ্নিকুণ্ড। অগ্নিকুণ্ড এবং বন্দিদের মাঝখানে আছে উঁচুপথ এবং পর্দার মতো একটি নীচু দেয়াল। ওই উঁচু পথ দিয়ে মানুষেরা নানা প্রাণীর মূর্তি এবং অন্যান্য বস্তু নিয়ে চলেছে। গুহার ভিতর দিকের দেয়ালে ওই মূর্তিগুলির ছায়া (Shadow) পড়ছে এবং বন্দিরা কেবল ওইগুলিই দেখছে। বন্দিরা হল বেশিরভাগ মানুষের প্রতিনিধি যারা ছায়া ছাড়া অন্য কিছু দেখে না এবং নিজেদের কুসংস্কার ও তাড়নার জগতে বন্দি হয়ে থাকে। এখন যদি হঠাৎ বন্দিদের মুক্ত করে দিয়ে সেই বস্তুগুলিকে দেখতে বলা হয় এতদিন যাদের ছায়া দেখেছে, তাহলে অন্ধকারে অভ্যস্ত বন্দিদের চোখগুলি অনভ্যস্ত আলোয় ঝলসে উঠবে এবং তারা ভাববে বুঝি ছায়ার জগৎটাই সত্য। কোন একজন বন্দি যদি গুহার বাইরে এসে আলোর সঙ্গে পরিচিত হয় তাহলে একসময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেই বস্তুগুলিকে দেখতে পাবে এতদিন যাদের ছায়া দেখেছে। এই লোকটি তার সঙ্গীদের দেখতে পাবে জ্বলন্ত আগুনের আলোকে (যা এক্ষেত্রে দৃশ্যমান সূর্যের প্রতিনিধি)। আলোতে আরও অভ্যস্ত হয়ে উঠে সে একসময় সূর্যের মুখোমুখি হবে যা হল এক্ষেত্রে 'মঙ্গালের আকার' (Form of the Good)—এটাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। [গ্রিকরা 'মঙ্গাল' (good) কথাটিকে আমাদের অর্থে ব্যবহার করেননি। তাদের কাছে মঙ্গাল হল তাই যা মানুষের কামনার বিষয়, অর্থাৎ তাই যা পাওয়াটা পরম পাওয়া। প্রতিটি মানুষই কোনো কিছু পাওয়ার জন্য জীবনযাপন করে, অর্থাৎ প্রত্যেকেরই একটি মঙ্গালবোধ আছে। 'মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী' বলতে গ্রিকরা বুঝেছিলেন যে, কোনো কিছুকে লক্ষ্য হিসেবে সামনে না রেখে মানুষ পারে না—সে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকে লক্ষ্য (end) এবং পন্থা বা উপায়ের (means) সঙ্গে। কাজেই বুদ্ধি এবং মঙ্গালের সম্পর্কটি অবিচ্ছেদ্য—এটি হল অ-বিশিষ্ট বুদ্ধির (reason as such) সঙ্গে অবিশিষ্ট মঙ্গালের (good as such) সম্পর্ক। গ্রিক রীতি অনুসরণ করে প্লেটো মনে করেছিলেন যে, মঙ্গালের ধারণা গড়ে উঠেছে তিনটি বিষয়ের মিশ্রণে—(a) মঙ্গাল হল জীবনের লক্ষ্য; এটি সকল কামনা ও আকাঙ্ক্ষা শ্রেষ্ঠ বিষয়; (b) মঙ্গাল হল জ্ঞানের শর্ত, অর্থাৎ যা জগৎকে বোধগম্য (intelligible) এবং মানুষের মনকে বোদ্ধা (intelligent) করে তোলে; এবং (c) মঙ্গাল হল জগতের সৃজনশীল (creative) এবং ধাতৃ কারণ।

3. সূর্যের উপমা (allegory of the Sun)—প্লেটোর দেওয়া তৃতীয় উপমাটি সূর্যের, যার সাহায্যে তিনি মঙ্গালের (good) স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। সূর্য যেমন আছে দৃশ্যমান জগতে, তেমনি মঙ্গাল আছে বোধগম্যতার জগতে। মঙ্গাল হল মনের বোধশক্তির এবং বস্তুর বোধগম্যতার উৎস, ঠিক যেমন সূর্য হল চোখে দেখার ক্ষমতার এবং বস্তুর দর্শনযোগ্যতার উৎস। সত্য হল মঙ্গালের প্রতিফলন। যেভাবে মঙ্গাল প্রতিফলিত হয় সেই অনুপাতে জগৎ বোধগম্য হয় এবং আত্মা বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে। সূর্য কেবল আলো ও প্রত্যক্ষের উৎসই নয়, তা জীবন ও অস্তিত্বের উৎস। তেমনি মঙ্গাল কেবল সত্য ও জ্ঞানের উৎসই নয়, তা জীবন ও অস্তিত্বের উৎস। রিপাবলিক গ্রন্থের 509 ছত্রে প্লেটো লিখেছেন,—"এ কথা ঠিক যে আলোক এবং দৃষ্টিকে সূর্যের মতো বলা যায় বটে, কিন্তু তাদের সূর্য বলা যায় না; তেমনি এটা ভাবা ঠিক যে, জ্ঞান এবং সত্য হল মঙ্গালের অনুরূপ যদিও এদের মঙ্গাল বলে ভাবা ঠিক নয়। মঙ্গালের প্রকৃতিকে অনেক বেশি সম্মানজনক বলে দেখতে হবে।"

বিভক্ত করো। এখন প্রথম অংশটিকে দৃশ্যমান জগৎ এবং দ্বিতীয় অংশটিকে বোধগম্যতার জগৎ আখ্যা দাও। এই নির্দেশ মেনে আমরা নীচের AB রেখাটিকে লক্ষ করতে পারি।

AB রেখাকে C বিন্দুতে অসমানভাবে ভাগ করা হয়েছে। এবার AC এবং CB যথাক্রমে D এবং E বিন্দুতে একই অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে। ওই অনুপাতগুলির মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানগত ক্রিয়া এবং ওই সকল ক্রিয়ার অধীন বিষয়সমূহ প্রকাশ পেয়েছে। BC অংশটি নির্দেশ করেছে ইন্দ্রিয়জগৎ এবং ওই জগতের প্রত্যক্ষকে। সমগ্র CA অংশটি হল আকারের (Form) জগৎ এবং আমাদের সেই মানসিক ক্রিয়া (বুদ্ধি) যার সাহায্যে আকারের জগৎকে জানি। BC অংশের একটি ভাগ EC হল জড় বস্তুসমূহ, যেমন—অশ্ব, বৃক্ষ ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশ BE হল EC অংশের প্রতিফলন (reflection) যা ছায়ার আকারে বা দর্পণের প্রতিরূপের মতো আসে। মূলের সঙ্গে তুলনায় প্রতিলিপিগুলি কম বাস্তব এবং অস্তিত্বের জন্য মূলের ওপর নির্ভরশীল। অনুলিপির (Copy) সঙ্গে ইন্দ্রিয় জগতের মূলগুলির সম্পর্ক হল, বিশ্বাস বা মতামতের মাধ্যমে জ্ঞাত সমগ্র ইন্দ্রিয় জগতের সঙ্গে চিন্তার (noesis) সাহায্যে জ্ঞাত আকারের (Form) অনুরূপ। জগতের জড়বস্তুগুলি হল তাদের মূলের দুর্বল অনুলিপি। ছায়া এবং প্রতিবিম্বের মতো এগুলিকে অতিক্রম না করে যেভাবে আসে সেভাবে নেওয়া যায়। ইন্দ্রিয়জগৎ পরিবর্তনশীল এবং স্ববিরোধিতাপূর্ণ বলেই মতামত (doxa) এবং জ্ঞানের (episteme) পার্থক্য রয়েছে। মতামতের বিবেচ্য বস্তুগুলির সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হয় না। তবে আকার বিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারলে ইন্দ্রিয়জগৎ সম্পর্কে গভীরতর বোধ গড়ে উঠবে।

বিভক্ত রেখা দেখায় যে, গণিত (CD অংশ) হল ইন্দ্রিয়জগৎ ও আকারের জগতের সংযোগ রক্ষাকারী সেতু। জ্যামিতীয় প্রমাণের ক্ষেত্রে ত্রিভুজ, বৃত্ত, চতুর্ভুজ প্রভৃতির চিত্র আঁকা হয়। কিন্তু এগুলি সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়, যদিও আমাদের প্রমাণ (Proof) আদর্শ আকার বিষয়ে গড়ে ওঠে। এভাবেই প্রতিভাত রূপ থেকে তার পশ্চাতে স্থিত সত্যে উপনীত হই যাদের সম্পর্কেই কেবল যথার্থ জ্ঞান সম্ভব।

গণিতের জ্ঞান চূড়ান্ত বা সর্বোচ্চ জ্ঞান নয়। বিভক্ত রেখার সর্বোচ্চ অংশটি হল DA যা গণিতের CD অংশের পরে রয়েছে। গণিতের কাছ থেকে আকার সংগ্রহ করার পর আমরা প্রবেশ করি Idea-র জগতে—এটি হল দ্বান্দ্বিকতার (dialectic) স্তর যেখানে বিশুদ্ধ আকারগুলিকে জানা হয়।

25 জ্ঞানের বিকাশের বিভিন্ন স্তর [Different Stages of Knowledge]

প্লেটোর দেওয়া উপমাগুলি (বিভক্ত রেখা, গুহা, সূর্য) থেকে বোঝা যায় যে, জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে কতকগুলি স্তর আছে।

(a) সর্বনিম্ন স্তর হল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের জগৎ। জাগ্রত অবস্থায় সুস্থ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নানা বস্তু প্রত্যক্ষ করি। এগুলিকে স্বনির্ভর বলে মনে হয়। যে সকল প্রতিবিম্ব জলের ওপর কিংবা কোনো মসৃণ তলের ওপর পড়ে, সেগুলিকেও প্রত্যক্ষ করি। স্বপ্ন অবস্থার বিষয়গুলিও এর মধ্যে আসে। এটি প্রথম স্তর।

(b) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সকল বস্তুগুলিকে দেখি, সেগুলিকে কোনো কিছুর প্রতিকৃতি নয় বলে মনে করি। এই জ্ঞানটিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার একটি স্তর। এটি দ্বিতীয় স্তর।

(c) তৃতীয় স্তরে আছে গণিত শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলি। এগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; বুদ্ধিগ্রাহ্য, বিষয়নিরপেক্ষ এবং স্বনির্ভর। তবে পরাবিদ্যার দৃষ্টিকোণ এগুলি চরম সত্য নয়।

(d) এই স্তরটি হল জ্ঞানের চরম শিখর। যে সকল বস্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে চরম সত্তার অধিকারী বলে বিবেচিত হয়, সেগুলি বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে স্বয়ং-সৎ এবং স্বনির্ভর ও শুদ্ধ বস্তু। এই স্তরে জ্ঞানের বিষয় সর্বোচ্চ ধারণা (Idea) বা আকার (Form), যা দেশ বা কালে উপস্থিত থাকে না, বা দেশ বা কাল দ্বারা

প্রভাবিত হয় না। এগুলি শাশ্বত, অতীন্দ্রিয় ও অভ্রান্ত। এটাই দার্শনিক জ্ঞানের স্তর। পরা সামান্যের (highest universal) জ্ঞানই হল পরাজ্ঞান বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। অন্যদিকে বিশেষের জ্ঞান হল সর্বনিম্ন স্তরের জ্ঞান। গণিতের জ্ঞান এই দুইয়ের যোগসূত্র।

কাজেই অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে অগ্রসরের পথ দুটি প্রধান ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়—মতামত এবং জ্ঞান। এদের প্রভেদ কীসের ভিত্তিতে করা যাবে? কপোলস্টোন লিখেছেন—"It seems clear that the differentiation is based on a differentiation of object" (vol.1, P-176)। যা অনিয়ত, অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল তা মতামতের জগৎ, যেখানে রয়েছে প্রতিফলন থেকে শুরু করে ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত বিষয়। গণিত হল ইন্দ্রিয়জগৎ ও আকারের জগতের সেতু। এটি যথার্থ জ্ঞানের পথে প্রথম পদক্ষেপ। চূড়ান্ত পদক্ষেপ তখন আসে যখন একজন বুঝতে পারে যে পূর্বে যে বিষয়গুলিকে মৌলিক (original) বলে মনে করেছে সেগুলি আসলে প্রতিফলন অথবা অনুলিপি (copy)। কিন্তু "When he comes to apprehend in some way the original itself, then the state of mind is no longer that of opinion, he has been converted to knowledge" (Ibid 177)। এটাই জ্ঞানের দ্বান্দ্বিকতার স্তর।

■ জ্ঞান ও মতামতের মধ্যে পার্থক্য ঃ

প্লেটোর মতে, মানুষের মন যখন অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়, তখন প্রথমে মতামতের (Doxa) স্তরকে অতিক্রম করে এবং তারপরে স্তরে স্তরে জ্ঞানের (episteme) সর্বোচ্চ স্তরের দিকে অগ্রসর হয়। মতামতের স্তরকে অতিক্রম করেই জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হতে হয়। উভয়ের মধ্যেকার পার্থক্যগুলি সহজেই ধরা পড়ে, যখন আমরা বলি, 'আমি ঠিক জানি না, তবে এটি হল আমার মত'।

(i) যথার্থ জ্ঞান হবে অভ্রান্ত এবং সত্য অর্থাৎ তার বাস্তবতা থাকবে। মতামতের ক্ষেত্রে এই দাবি জরুরি নয়। 'সত্য হওয়াটা' জ্ঞানের একটি আবশ্যিক শর্ত বটে, কিন্তু পর্যাপ্ত নয়, একটি মতামত বা অবধারণ সত্য হতে পারে, কিন্তু জ্ঞান নাও হতে পারে। বিষয়টি ঘটনাচক্রে মিলে যেতে পারে। সত্যতা বিষয়ে প্রমাণ উপস্থিত না করা হলে মতামতটি জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হবে না।

(ii) যথার্থ জ্ঞান প্রত্যয় (concept) বা সামান্যের (universal) সঙ্গে সম্পর্কিত হবে, যাকে 'ভাব' বা 'Idea' বলা হয়েছে। এর বিপরীতে মতামতের বিষয়বস্তু হল প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবি (image)।

(iii) যথার্থ জ্ঞান সাপেক্ষ হবে না, কারণ যা সাপেক্ষ তা অভ্রান্ত নয়। মতামতের মধ্যে এই সাপেক্ষতা থাকে।

(iv) 'মেনো' গ্রন্থে প্লেটো দেখিয়েছিলেন যে, জ্ঞান এবং মতামতের পার্থক্যটি মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য, বিষয় পার্থক্য নয়। একজন ব্যক্তি লারিসা নামক স্থানে ভ্রমণ করে পথটি চিনেছে, অপর একজন অন্যের কাছে শুনে মতামত দিচ্ছে। প্রথমটি জ্ঞান, দ্বিতীয়টি বিশ্বাস বা মতামত।

(v) ইন্দ্রিয়জগৎ পরিবর্তনশীল এবং স্ববিরোধিতাপূর্ণ বলেই মতামত এবং জ্ঞানের পার্থক্য রয়েছে। মতামতের বিবেচ্য বিষয়গুলির সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হয় না। তবে আকার বিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারলে ইন্দ্রিয়জগৎ সম্পর্কে গভীরতর বোধ গড়ে উঠবে।

■ প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্বের কিছু অসুবিধা ঃ

প্লেটো জ্ঞানতত্ত্বের কিছু অসুবিধা আছে বলে অনেকে মনে করেন—

(i) প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্বে আনুরূপ্য সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে। সত্য হল আমাদের ধারণার সঙ্গে অস্তিত্ববান বিষয়ের আনুরূপ্য। ধারণা বলতে বোঝাবে মন বহির্ভূত কোনো কিছুর অনুলিপি। এখন জ্ঞান বলতে যদি ধারণা বা প্রত্যয়ের জ্ঞান বোঝায় যা সংজ্ঞার (definition) আকারে প্রকাশ পায়, তাহলে কোনো বস্তুনিষ্ঠ-সৎ-এর

সঙ্গে প্রত্যয়ের আনুরূপ্য অবশ্যই থাকবে। এক্ষেত্রে ভাষার ফাঁদে বিষয়টি আটকে পড়ছে বলে মনে হয়। আর. এম. হেয়ার (R. M. Hare) মন্তব্য করেছেন যে, গ্রিক ভাষায় 'শব্দ' (word) এবং 'নাম' (name)-এর জন্য পৃথক শব্দ না থাকায় প্লেটো ধরে নিয়েছিলেন যে 'মানুষ' শব্দের অর্থটিকে 'মেনো' শব্দের অর্থের মতো করেই পেতে হবে। অর্থাৎ এমন একটি বিষয় থাকবে যা হবে 'The Idea of Man' এবং যার নাম হল 'মানুষ'।[1]

(ii) 'রিপাবলিক' গ্রন্থে প্লেটো জ্ঞান ও বিশ্বাস বা মতামতের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন বিষয়বস্তুর পার্থক্যের ভিত্তিতে [বিভক্ত রেখার উপমা]। কিন্তু পূর্ববর্তী রচনা মেনো-তে 'লারিসা যাওয়ার পথ' বিশ্বাস ও জ্ঞান উভয়ের বিষয়বস্তু হয়েছে। 'থিয়েটেটাস' গ্রন্থে যদিও প্লেটো এর সমালোচনা করেছেন, তথাপি তিনি বক্তব্যটিকে কতটা পরিত্যাগ করেছিলেন সে বিষয়টি ব্যাখ্যাকারদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়।

(iii) প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্বে দুটি জগৎ উপস্থিত হয়েছে। একদিকে মতামত বা বিশ্বাসের জগৎ যা ইন্দ্রিয় নির্ভর এবং তাই স্ববিরোধী ধর্মের অধিকারী।[2] অন্যদিকে সামান্য বা আকারের জগৎ যাকে সৎ বলা হবে এবং যা বৌদ্ধিক উপলব্ধিতে ধরা দেবে স্মৃতিচারণের (reminiscent) মাধ্যমে। উভয়ের মধ্যেকার ব্যবধানকে অতিক্রম করাই কঠিন।

(iv) 'যা অস্তিত্ববান' (What exists) এবং 'যা সত্য' (What is true)—এই দুইয়ের মধ্যে প্লেটো স্পষ্ট পার্থক্য করেননি। ফলে 'যা জানি তা অবশ্যই সত্য হবে' এই সঠিক অবস্থান থেকে এমন ভ্রান্ত বক্তব্যে উপনীত হতে পারি যে, যা জানি তা অবশ্যই অস্তিত্ববান হবে।' **আর. এম. হেয়ার** লিখেছেন, 'Because the Greek word for 'true' (like the English) Sometimes means real, and because we cannot know what is false, he (Plato) thought that what we know has to be real" (Ibid P-142)।

(v) মনস্তাত্ত্বিক এবং বাস্তবিক—এই দু-দিক থেকে জ্ঞানের স্বরূপ বিচার করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পার্থক্য রক্ষিত হয়েছিল কিনা সে বিষয় প্রশ্ন উঠেছে। উপযুক্ত ভিত্তি থাকলে একজন ব্যক্তি কোনো বিষয়কে জানবে। কাজেই বিশ্বাস অপেক্ষা জ্ঞানের মানসিকতা অনেক বেশি স্থায়ী। বাস্তবিক দিক থেকে আমরা জানব সেটাই যা সত্য। কিন্তু 'জানা' কথাটির একাধিক প্রয়োগ আছে। আমি জানি যে এখন বৃষ্টি পড়ছে, আমি জানি যে ঘাসের রং সবুজ—এসব ক্ষেত্রে ঘটনাটিকে বাক্যের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে আমরা আরও বেশি সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষভাবে জানি। যেমন—সবুজ রঙের সংবেদন গ্রহণ করা। প্লেটো এই জাতীয় অর্থেও জ্ঞান কথাটিকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। ফলে মানসিক অভিজ্ঞতার স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা গুরুত্ব পেয়েছে। এভাবে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ সত্য বিষয়কে, অর্থাৎ Idea-কে জানা যায় যা জ্ঞানের শিখরে অবস্থিত। তাই বলা যায় যে, বিষয়নিষ্ঠ দিকে সত্য এই বিষয়ীনিষ্ঠ দিকে নিশ্চয়তা পরস্পর স্বাধীন নয়।[3] দর্শন কেবল বৌদ্ধিক দৃষ্টি নয়, প্রজ্ঞার প্রতি অনুরাগ।[4]

---

1. "This has been called the Fido-Fido theory of meaning : the view that for any word to have meaning is for there to be some entity to which it stands in the same relation as the name 'Fido' does to the dog Fido.—Greek Philosophers, (P-142-143), Plato—R. M. Hare, Oxford Paperback 1999.
2. "...Opinion is of the world presented to the senses, wnereas as knowledge is of super-sensible eternal world" Russell, P-136, Ibid.
3. "Thus for plato, truth on the objective side and certainty on the subjective side are not independent,"—Socrates and Plato, Pamela M. Huby,—A Critical History of Western Philosophy, P-22.
4. "Philosophy, for Plato, is a kind of vision, the 'Vision of Truth'. It is not Purely intellectual; it is not merely wisdom, but love of wisdom."—A History of Western Philosophy, P-138, B. Russell, Unwin Paperbacks, 1946.